মা, আমায় আরেকবার জন্ম দাও

– কিশোর মজুমদার

আমার আয়নার পেছনে দাঁড়ানো তোমাকে দেখলাম
এক পলকেই দেখতে পেলাম
তোমার যৌবনবেলার একটা ছোট্ট ঝলক
আমি জানি মা, তুমি আমার মধ্যে
তোমার মেয়েবেলাকে খুঁজে পাও।
ফ্রক পরে দৌড়ানো ছোট্ট একটা মেয়ে
দুলতে থাকা ছোট্ট দুটি বেণী, সাদা ফিতের ফুল,
দেখো, আজ কত্তো বড়ো হয়ে গেছি ।
মাগো, দেখো আমার খোলা পিঠ ঢেকে যায়
একগোছা সিল্কি চুলে
তোমার খুব চুল ওঠে, কপালেও ভাঁজ পড়েছে,
আজ আয়নায় না দেখলে চোখেই পড়তো না ।
সারাদিন আমি আমাকে নিয়ে এত ব্যস্ত
ফ্রেন্ডসার্কেল থেকে প্রেমিক,
কেরিয়ার থেকে অনলাইন শপিং,
আমার মিনিট-সেকেন্ড গুলো বাঁধা
আর তুমি নিজের স্বপ্ন, শখ-আহ্লাদ,
ভালোলাগা-মনখারাপের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে
একটু আলো ধরে আছো,
আমি নিরাপদে আর বিরক্তিহীন তৃপ্তিতে পা ফেলবো বলে।
জানো মা, কোথাও তৃপ্তি নেই !
এই নগরজীবন আর ছুটন্ত রেলগাড়ি
দুটোই যেন জীবনের শুরু আর শেষকে
পাশাপাশি রেখে ছুটছে।
আমি আমার অস্তিত্ব নিয়ে আছি,
ছুটছি, পালাচ্ছি, দূরে দূরে সরে যাচ্ছি ,
হয়তো -- হয়তো তোমার থেকেও

মনে আছে মা, দৌড়ে এসে
তোমার গোলাপ গালে জোরে একটা চুমু দিয়েই
তোমার চারপাশে গোল হয়ে ঘুরতাম আনন্দে,
এতদিন পরে আজ আয়নায় দেখছিলাম
তোমার শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ গালে
কত বেদনা ভরা অভিমান !
মাগো, তুমি হাসতে ভুলে গেছো,
আমরা ভুলিয়ে দিয়েছি তোমার তুমিটাকে
সংসারের কলে চাপা-পড়া
এক অসহায় বন্দি স্নেহের ফোয়ারা হয়ে আছে আজ ।

মা, প্লিজ ওভাবে আমাকে দেখো না,
অনেক দূরের অতিথি মনে হয় নিজেকে
বড়ো অপরাধী লাগে মা------
মা , তোমার খুশিগুলো আমরা ভাই-বোনেরা
উচ্ছল-উন্মাদনার জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছি।
আয়নাটা তাই এত প্রিয় আমার
ও মিথ্যে বলে না,
মাঝে মাঝে আমাদের খালি চোখ যা দেখে না
তাও দেখিয়ে দেয় ।

আমি দেখতেই পাইনি
সবার খাবার শেষে হাঁড়িতে কতটুকু ভাত পড়ে আছে,
আমি দেখতেই পাইনি
জ্বরের সময় কপালে জলপট্টি দিয়ে দিয়ে
সারারাত নির্ঘুম তোমার চোখের নীচে
কতটা ক্লান্তির ছাপ পড়েছিল,
দেখতেই পাইনি কখনও
সবার ঠেকে যাওয়া দশ টাকা কুড়ি টাকার
খুচরো দিয়ে দিয়ে তোমার লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে
শেষ পর্যন্ত ক'টাকা পড়ে থাকতো ------

কখনও জানতে চাইনি
পূজোর আনন্দে ভেসে যেতে
খুশিতে ডানা মেলে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতাম ছুটে,
আর একা বাড়িতে
"ভালো লাগছে না তোরা যা "---কথাটুকুর আড়ালে
কতটা ত্যাগ আর সমর্পণ ছিল ।
এত ত্যাগ এত ভালোবাসা বড়ো হয়েও
আমরা তো ছোটবেলার মতই
তোমার কাছে সত্য মিথ্যে হাজার বাহানায়
অন্যায়ের পর অন্যায় করে চলি ।

জানি, তুমি সব সব সব বোঝো, জানো
তবু স্নেহ-ভালোবাসার অপার মঙ্গল কামনায়
সব সয়ে যাও।
কষ্ট বেদনা ত্যাগ আর ত্যাগ শুধু নিজের জন্য রেখে---

মা, আজ তোমার মধ্যে থাকা অন্য তোমাকে দেখলাম,
যা এতদিন দেখিনি দেখতে পারিনি
মাগো, অনেক না-বলা কথা
যেগুলো তোমাকে আজ আর বলতে পারিনা
অনেক যন্ত্রণা সয়ে সয়ে মাথার ব্যথায় সারারাত
ঘুমোতে পারিনা
তবুও তোমাকে বলার মত জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারছি না
তোমার কোলে মাথা রেখে নরম হাতের ছোঁয়াটুকু পেতে খুব লোভ হয় ।
মা, আজ ফিরে এসে ছুঁড়ে ফেলে দেবো
কেরিয়ার- ফ্যাশন -মোবাইল -ইন্টারনেটের ক্রীতদাস আমিটাকে ,
আবার চির আশ্রয় নেব
আমার মেয়ে বেলার মত তোমার কোলে মাথা রেখে --অনেকদিন পর তোমার হাতের স্পর্শ
আঁচলের ছোঁয়ায় আদর খেতে খেতে
লম্বা একটা শান্তির ঘুম দেবো --
আর দারুণ ভাবে জেগে উঠে
তোমার শাসনে তোমার প্রশ্রয়ে,
নতুন একটা আমি উপহার দেবো মা তোমায় ,
সম্পূর্ণ নতুন একটা আমি
আমার মায়ের মেয়ে

--দুষ্টু মিষ্টি একটা মেয়ে ।

.....